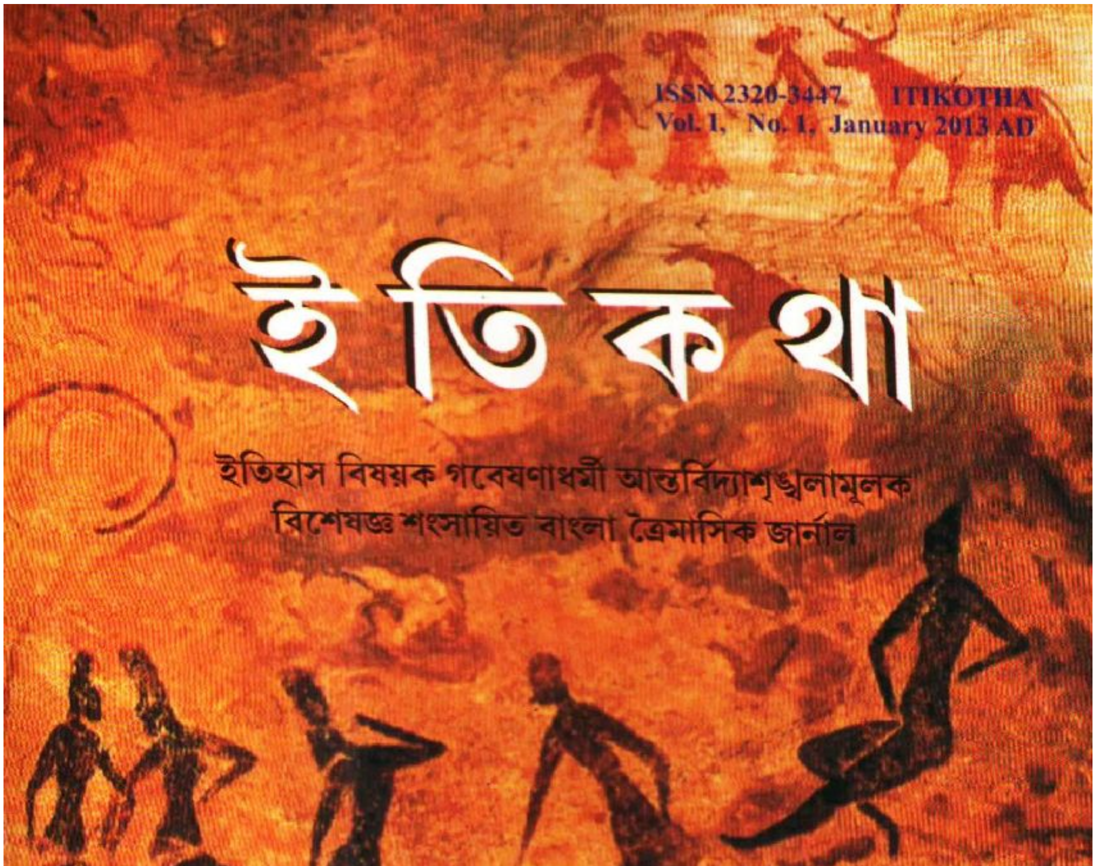
ISSN 2320-3447 ITIKOTHA
Vol. 1, No. 1, January 2013 AD
ইতিকথা
ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ত্রৈমাসিক জার্নাল
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ

ISSN 2320-3447 ITIKOTHA
Vol. I, No. 1, January 2013 AD

ই তি ক থা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ত্রৈমাসিক জার্নাল

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদকমণ্ডলী
ড. সৌমিত্র শ্রীমানী (মুখ্য সম্পাদক)
প্রফেসর নির্বাণ বসু
প্রফেসর সনৎকুমার নস্কর
ড. সুচন্দ্রা ঘোষ
প্রফেসর অমিত দে

ই তি ক থা
ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ত্রৈমাসিক জার্নাল
ISSN 2320-3447 Itikotha (Print)
Vol. I, No. 1, January 2013 AD

সম্পাদকীয় ৭

প্রত্নতত্ত্বের আলোকে প্রাচীন বঙ্গের জৈন সংস্কৃতি ৯
শুভ মজুমদার

ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী'র ইতিহাস চেতনায় ২১
পৌরাণিক রাজা পরীক্ষিত : প্রতর্ক ও প্রতিক্রিয়া
রাজেশ বিশ্বাস

ইউসুফ জোলেখা : চরিত্র, সমাজ ও গতিময়তা ৩০
আলোকপর্ণা বসু

সাহিত্য কী ইতিহাসকে মেনে চলে? ৩৭
প্রফেসর রঞ্জিত সেন

উনিশ পূর্ব ও উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজের ৬৪
ব্যবহারিক ভাষা : একটি সমীক্ষা
প্রশান্ত মণ্ডল

বর্ধমানের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস ৮৬
বারিদবরণ ঘোষ

জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : মেট্রোপলিটান (Metropolitan) ৯৬
মনন ও ফিলানথ্রপিক (Philanthropic) চেতনা
ময়ূখ দাস

জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ রমেশচন্দ্র দত্ত ১২৫
দীপংকর বিশ্বাস

বিপ্লবীদের চোখে বিপ্লবী সংবাদ ও প্রচারপত্র ১৩৩
গৌতম বস

সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল নেহরু ১৪১
শবরী ঘোষ

আঞ্চলিক ইতিহাসের আলোয় পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৫৫
সৌমিতা মিত্র

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে : ১৬৯
বিপন্ন সময় ও ছিন্নমূল অস্তিত্বের সংকট
মিন্টু নস্কর

গ্রন্থ সমালোচনা

সিরাজউদ্‌দৌলার পুত্র ও বংশধর : ১৮৫
থ্রিলারের থেকেও রোমাঞ্চকর অনুসন্ধান
ড. গৌতম নিয়োগী

প্রত্নতত্ত্বের আলোকে প্রাচীন বঙ্গের জৈন সংস্কৃতি

শুভ মজুমদার*

(প্রাপ্ত ১৫ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি., মনোনীত ২১ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

সাম্প্রতিককালে নানাবিধ প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান-আলোচনা ও গবেষণার মাধ্যমে ভারতবর্ষের জৈন ধর্মের উদ্ভব ও তার ক্রমবিকাশের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠলেও বাংলার জৈনধর্মের উদ্ভব ও তাঁর ক্রমবিকাশের নানা দিক আমাদের কাছে এখনো অজানা। এতদিন ধরে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে জৈন সাহিত্য নির্ভর হয়ে। তবে বিষয়টিকে প্রত্নতত্ত্বের আলোকে কিছুটা নতুনভাবে তথা মৌলিক ভাবে উপস্থাপিত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে এই প্রবন্ধে।

সূচকশব্দ

জৈনধর্ম, প্রত্নতত্ত্ব, তীর্থঙ্কর, মূর্তিতত্ত্ব, মন্দির, রাঢ়, আজীবিক, দিগম্বর।

মানব ইতিহাসের যে কোন দিক বা পর্যায়কে সঠিকভাবে অনুধাবন বা পর্যালোচনা করতে হলে প্রত্নতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা একান্ত অপরিহার্য, সাধারণভাবে প্রথাগত বা লিখিত উপাদানের উপর নির্ভর করে আমরা মানব সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলিকে আলোচনা করলেও তার পূর্ণতা আসে যখন তার পরিপূরক হিসাবে আমরা প্রত্নতত্ত্বগত নিদর্শন পাই। মানব সভ্যতার অন্যতম প্রধান পরিচয় পাওয়া যায় অতীতের মানবগোষ্ঠীর ধর্ম-কর্মে। অন্যান্য বহু নিদর্শন সময়ের নিয়মে লুপ্ত হলেও ধর্মীয় চেতনার ঐতিহ্য জনমানসে ফল্গুধারার ন্যায় অন্তঃসলিল রূপে প্রবাহমান। আর সেই কারণে কোন স্থান বা অঞ্চলের ধর্মীয় ইতিহাসকে পুনরুদ্ধারের জন্য প্রত্নতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

প্রাচীন বঙ্গের ধর্মীয় ইতিহাস চর্চায় এখনো পর্যন্ত যে কতকগুলি ধর্মীয় মতাদর্শের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে জৈন ধর্ম অন্যতম, তবে এযাবৎ কাল ধরে ভারতবর্ষ তথা বাংলায় জৈন ধর্মের উদ্ভব ও তার ক্রমবিকাশের নানা দিকগুলি চর্চিত হয়েছে জৈন সাহিত্য নির্ভর

ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী'র ইতিহাস চেতনায় পৌরাণিক রাজা পরীক্ষিত : প্রতর্ক ও প্রতিক্রিয়া

রাজেশ বিশ্বাস*

(প্রাপ্ত ৩ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি., মানোন্নীত ১৮ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

ভারতের অতীত ইতিহাস পুনর্গঠন ঐতিহাসিকদের নিকট সর্বদা একটি দুরূহ কাজ। আর এ কাজে সর্বপ্রথম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকগণ, কিন্তু তাদের কাজ ছিল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে হেয় দৃষ্টিতে দেখা। এরকমই একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট আর্থার স্মিথ। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার সূচনাকাল হিসাবে খ্রি. পূ. সপ্তম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কালকে নির্দিষ্ট করেছেন। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাভারত, পুরাণ, অথর্ববেদ এবং বৈদিক ইন্ডেক্স-এর লেখকদের বক্তব্যের সতর্কতামূলক ও বীচক্ষণ অনুশীলন দ্বারা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার সূচনাকাল হিসাবে পরীক্ষিতের সময় অর্থাৎ খ্রি. পূ. নবম শতাব্দীকে নির্বাচন করেছেন। যদিও প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয় যে, স্মিথের মত ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকদের দ্বারা উপেক্ষিত পরীক্ষিতের ঐতিহাসিকত্ব তিনি কিভাবে নির্ণয় করেছেন? অর্থাৎ স্মিথের নিকট সমকালীন কবিগাথাগুলি কি দুরাধিগম্য ছিল। আর তাই যদি হয়, তাহলে অধ্যাপক রায়চৌধুরী সেগুলি অনুশীলনের দ্বারা কিভাবে পরীক্ষিতের ঐতিহাসিকত্ব নির্ণয় করেছেন তা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। আমার এই নিবন্ধে সেই ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা রয়েছে।

সূচকশব্দ

ঔপনিবেশিক, জাতীয়তাবাদী, মহাভারত, ভারতযুদ্ধ, পরীক্ষিত, কাল নির্ধারণ, কুলপঞ্জি, লেখমালা, ঐতিহাসিকত্ব।

---

* এম.ফিল গবেষক, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-২৭ এবং অতিথি অধ্যাপক, শ্রীরামপুর গার্লস কলেজ, হুগলী।
e-mail: rajeshbiswascu@gmail.com

ইউসুফ জোলেখা : চরিত্র, সমাজ ও গতিময়তা

আলোকপর্ণা বসু*

(প্রাপ্ত ৬ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি., মানোন্নীত ২১ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের বাংলার প্রথম মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ জোলেখা কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মধ্যবর্তীকালীন বাংলা ভাষার যোগসূত্র রক্ষাকারী এক সার্থক কাব্য প্রচেষ্টার নিদর্শন। লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি, নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ও মনন, সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে প্রচলিত বাইবেল কাহিনির আধারে তুলে আনতে প্রয়াসী হয়েছেন সগীর। আমার এ আলোচনায় কাব্যদেহের বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে তৎকালীন সমাজ বাস্তবতা অন্বেষণে সচেষ্ট হয়েছি।

সূচকশব্দ

স্বপ্নাদেশ, মিথ, বহুবিবাহ, উত্তরাধিকার সমস্যা, ভ্রাতৃবিরোধ, 'বাঙালিআনা', ভ্রাতৃবৎসল, পৌত্তলিক বিশ্বাস, ভাগ্যবিড়ম্বিত।

মধ্যযুগীয় সাহিত্যধারায় এক বিশেষ সাহিত্যকর্ম কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ জোলেখা। কাব্যটি বহুল পঠিত। পাঠক ও সুধী সমাজে বিশেষ সমাদৃত। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের অন্তর্গত জ্যাকোব ও তাঁর পুত্র যোশেফের বহুল পঠিত কাহিনি অবলম্বনে এই কাহিনি রচিত। কাজেই কবি সগীরের রচনার বিষয়বস্তু বহির্ভারতীয়।

তৈমুছ রাজকন্যা জোলেখা স্বপ্নে এক দিব্যকান্তি পুরুষকে দেখে প্রণয়াসক্তা হন। তার অন্বেষণে জোলেখা মিশরে এসে উপস্থিত হলে জোলেখার সঙ্গে ভ্রমবশত আজিজ মছিরের বিবাহ হয়ে যায়। অপরদিকে ইয়াকুব নবীর প্রতিহিংসাপরায়ণ পুত্রেরা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ইউসুফকে প্রহার করে বনমধ্যে এক কূপে ফেলে রেখে চলে যায়। ভাগ্যক্রমে ইউসুফ এক সজ্জন ব্যক্তির করুণাবশত মিশরে আসে ও দাস হিসেবে আজিজ মিছিরের নিকট বিক্রীত হয়। জোলেখা দেখেন তাঁর স্বপ্নাদিষ্ট পুরুষ ও ইউসুফ সমকান্তিতুল্য। কিন্তু জোলেখার প্রণয়ের প্রস্তাবকে

* পি.এইচ.ডি গবেষিকা, ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-২৭।
e-mail: alokeparna78.basu@gmail.com

সাহিত্য কী ইতিহাসকে মেনে চলে?

রঞ্জিত সেন*

(গৃহীত ২৮ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

এই প্রবন্ধে ইতিহাস ও সহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক কী— তা নির্ধারণের কোন চেষ্টা হয়নি। শুধু দেখানো হয়েছে সাহিত্য কতখানি নিরপেক্ষ একটি বিষয়। ইতিহাসের উপাদান সে গ্রহণ করে কিন্তু ইতিহাসের কণ্ঠলগ্ন হয়ে সে বিরাজ করতে চায় না। ইতিহাসের তথ্যকে সে গ্রহণ করে তার রসসৃষ্টির উপাদান হিসাবে, সত্যকে নির্ধারণ করতে নয়। ইতিহাস বড়ই সত্যনিষ্ঠ। সে তথ্যনির্ভর। সে যুক্তিতর্কের শানিত শলাকা দিয়ে খুলতে চায় অতীতের নির্মীলিত চোখ। সাহিত্য লুপ্তসত্যের পরোয়া করে না। সে নতুন সত্য সৃষ্টি করে কল্পনা দিয়ে, অনুমান দিয়ে, ভাবের প্রভাব দিয়ে। ইতিহাস ভীরু, তার সারাক্ষণের ভয় যে সত্যের রূপ মিথ্যার প্রহেলিকা দিয়ে ঢাকা পড়ে যাবে। বাতায়ন খোলে উৎখননের মাধ্যমে, অনুসন্ধিৎসার আলো ফেলে নির্বাণ অতীতের নিরালোক অতলন্দে, খুঁজে পায় লুপ্ত ঠিকানায় সুপ্ত প্রাণের স্পন্দন। সাহিত্য এই ভীরু সতর্কতার সহযাত্রী নয়। তার আছে কল্পনা, অনীকের ভাণ্ডার। উল্লাসে যে ধেয়ে পড়ে মৃগয়ায়, স্বপ্নের হরিণ সে বধ করে কল্পনার পরে। অর্থহীন তার কাজে নাটোরের রাজমাতা। সত্য শুধু নাটোরের বনলতা সেন। আসলে সাহিত্য সৃষ্টি করে রস। ইতিহাসের কোন সৃষ্টি নেই। আজে শুধুই সন্ধান। এক অনির্বাপিত জানার আগ্রহ তাকে তাড়িত করে। তার সমস্ত জানার মধ্য দিয়ে আহৃত জ্ঞান কখনো absolute-এর রূপ নেয় না। কারণ তার সমস্ত জানার মধ্যে থাকে অজানার অঙ্কুর। অন্তঃকরণে থাকে পরিবর্তনের আগ্রহ। অথচ সহিত্যও নিরঙ্কুশ— তার প্রত্যেক অংশই একাধারে চরম ও পরম—absolute and permanent ।ইতিহাস চরমকে উপেক্ষা করে, পরমকে কামনা করে, আর শেষ পর্যন্ত সে ধরা দেয় কোনো অনকুণ্ঠিত সত্যের আলিঙ্গনে। সহিত্যের প্রতিটি সৃষ্টি নিজেই নিজের লক্ষ্য—end-itslf। কিন্তু ইতিহাসের তা নয়। কল্পনার কোন ইশারা তার চোখে পড়ে না। সে অন্ধ। উদ্ভাবনের কোন ধ্বনি তার কানে পৌঁছায় না। সে বধির। সে চলে আপন প্রেরণায়। ধ্যানের পুলকে আবহমান উদ্দিষ্ট সে সত্যের লক্ষ্যে। হয়ত কখনো যাত্রা তার থামে। কিন্তু জিজ্ঞাসা শেষ হয় না। অনন্তের অভিসারে আবার শুরু হয় তার পথ চলা। সাহিত্যের যতি আছে, ইতিহাস যতিহীন একটি প্রসারমাত্র।

সূচকশব্দ

আইডেনটিটি, ডাইকোটমি, বিকল্প-ইতিহাস, শিবাজি, পলাশির যুদ্ধ।

উনিশ পূর্ব ও উনিশ শতকের কলকাতার বাঙালি মুসলমান সমাজের ব্যবহারিক ভাষা : একটি সমীক্ষা

প্রশান্ত মন্ডল*

(প্রাপ্ত ৮ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি., মানোনীত ২৩ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

আলোচ্য প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে কিভাবে বাংলা ভাষার সঙ্গে বিভিন্ন বিদেশি ভাষার (আরবি, ফারসি, পর্তুগীজ, ইংরেজি) সংমিশ্রণ হয়েছে এবং এইভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু এইসব বিদেশি ভাষার চাপ থাকা সত্ত্বেও আজও বাংলা স্বমহিমায় বিরাজমান। সুদূর অতীতে বাংলা ভাষার জন্মলগ্ন থেকে বাংলা ভাষা ও সেই ভাষাভাষী জাতির বন্ধন এত অটুট যে শত প্রলোভন সংত্ত্বেও তার কোন বিচ্ছেদ ঘটেনি। বিভিন্ন সময়ে বাঙালি জাতির একটা অংশ তাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক ধর্ম পরিবর্তন করেছে, কিন্তু ভাষাকে তারা ত্যাগ করেনি। বরং সংস্কৃত, আরবি, ফারসি ও ইংরেজি ভাষা থেকে সারসংগ্রহ করে বাংলা ভাষা পরিপুষ্ট হয়েছে। এমনকি আধুনিক সভ্যতা সমন্বিত কলকাতায় প্রতিনিয়ত নতুনের আহ্বান সত্ত্বেও আজও বাংলা হিন্দু-মুসলিম বাঙালি জাতির প্রাণের ভাষা, মন দেওয়া-নেওয়ার অন্যতম মাধ্যম, সেখানে ধর্মের কোন স্থান নেই। বিশ্ব দরবারে বাংলা যে আজ মহাসমারোহে উপস্থিত,তার আধুনিক জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল এই মেট্রোপলিটন শহর কলকাতায়। আর এই বিশ্বযাত্রার অন্যতম পথ প্রদর্শক ছিলেন এই শহরের বাংলা প্রেমী অসংখ্য বাঙালি মুসলিম। অর্থাৎ বাংলাভাষা বাঙালির এতটাই মজ্জাগত যে মুসলিম যুগে ও ব্রিটিশ আমলে সরকারিভাবে যথাক্রমে আরবি, ফারসি ও ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হলেও বাস্তবে তা পুরোপুরি সম্পূর্ণ হয়নি। প্রয়োগক্ষেত্রের বাইরে অন্যত্র এগুলির আজও বিশেষ প্রতিষ্ঠা নেই। এখানেই ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে বাংলাভাষা চিরন্তন ও শ্বাশত।

সূচকশব্দ

বাংলা, ব্যবহারিক ভাষা, আরবি, ফারসি, ইংরেজি,'Pany-Kieli (Eengali)', 'Paenl-si (Farsi-Persian)', হাজম, কালন্দর, কাসাব, জোত, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, পরিশোধন নীতি, কোহিনূর, মিহির, হিতকরী, সুধাকর, শারাফৎনামা।

---

* অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর, নরসিংহদত্ত কলেজ, হাওড়া।

e-mail : lt.pmandal@gmail.com

বর্ধমানের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস

বারিদবরণ ঘোষ*

(গৃহীত ৩০ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি.)

সংক্ষিপ্তসার

বর্ধমান নিয়ে দেড়শ বছরেরও বেশি সময় ধরে মানুষের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ এই জেলার ইতিহাস চর্চাকে সতত পুষ্ট করে চলেছে। ধারাবাহিক ইতিহাস চর্চা ছুঁয়ে গেছে লোকসংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক ইতিহাস যথা সঙ্গীত, সাহিত্য, দেবদেবী তথা ধর্মীয় চেতনা, মন্দির-স্থাপত্য, মেলা, নৃতত্ত্ব, নদনদী-ভূগোল, ক্রীড়া-জগৎ, শিক্ষা আন্দোলন, পর্যাবরণ - এককথায় মানুষের সমগ্র জীবন ও মননকে। পেশাদার গবেষক ও পণ্ডিতদের পাশাপাশি বর্ধমান-চর্চায় জায়গা করে নিয়েছেন সংখ্য অপেশাদার গবেষক তথা জেলা-প্রেমী মানুষ। অসংখ্য পত্র-পত্রিকা তাদের নিরলস প্রয়াসে বর্ধমানের ইতিহাস চর্চার শিকড়কে আকাদেমিক গন্ডী ছাড়িয়ে মাটির কাছের মানুষদের মধ্যে গভীর থেকে আরো গভীরে চড়িয়ে দিচ্ছে। রাঢ়ের রাজধানী খুঁজে পাচ্ছে নিজের ভূমিজ আত্ম-পরিচয়কে।

সূচকশব্দ

.ইতিহাস-দর্শন, বর্ধমান-চর্চা, সাংস্কৃতিক-ইতিহাস, লোক-সংস্কৃতি, ভাবুকদল, সাময়িকপত্র, বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস-চর্চা, উগ্রক্ষত্রিয়, সমাতাত্ত্বিক-পর্যালোচনা।

বর্ধমানে থাকতে থাকতে বর্ধমানের ইতিহাস সম্পর্কে কৌতূহল জাগত মাঝে মাঝে। বর্ধমান বইমেলার উদ্যোগে বর্ধমান ইতিহাস রচনার প্রকল্পে জড়িয়ে পড়ি। নানান বই পড়ার আগ্রহ জাগে। কিন্তু ইতিহাস রচনার ইচ্ছা জাগেনি, অধিকারের বাইরে বলে। কিন্তু অগোৌণে লক্ষ করে গেছি একদল মানুষ তাদের ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত উদ্যোগে এই ইতিহাস চর্চার উপকরণ সংগ্রহ করে চলেছেন। অনেক বই বের হয়েছে— কিন্তু কেউই দাবি করবেন না যে তিনি সম্পূর্ণ ইতিবৃত্তকার। তা সম্ভবপরও নয়। এই যেমন, জনপদবাসীদের জীবনযাত্রার ইতিবৃত্ত প্রায় কোনো বইতে ধরা পড়েনি। বড় মানুষের, খ্যাতিমান মানুষের ইতিহাসই ইতিহাস নয়—তৃণমূল স্তরে মানুষের ইতিহাস কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইংরেজরা কিছুটা চেষ্টা করেছেন। হান্টারের *রুরাল বেঙ্গল* তার উদাহরণ। পাদ্রি লালবিহারী দে তাঁর *বেঙ্গল পেজান্টস্ লাইফ বা গোবিন্দ সামন্তে*-এর উপকরণ রেখে গেছেন। এই সব কথা মনে হয়েছে পূর্ণতর ইতিহাস যাঁরা লিখবেন অথবা লিখেছেন, তাঁরা আরও লিখবেন—তাঁদের কথা ভেবেই।

---

* প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান।

জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : মেট্রোপলিটান (Metropolitan) মনন ও ফিলানথ্রপিক (Philanthropic) চেতনা

ময়ূখ দাস*

(প্রাপ্ত ১২ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি., সংশোধিত ১৮ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট বাংলার ভুঁইফোড় ভূস্বামীদের মধ্যে অন্যতম। মানসিক ভাবে তিনি বুর্জোয়াসুলভ, বিদ্যাসাগরের ভাষায় সাহেবী ধরনের জমিদার। পাশ্চাত্য শিক্ষায় লালিত জয়কৃষ্ণের মনোজগৎ ছিল আপাদমস্তক মেট্রোপলিটান। অন্যদিকে তাঁর কর্মবহুল জীবনে তিনি সমাজ তথা জনগণের সেবায় নিজেকে সতত নিয়োজিত রেখেছিলেন। সমাজের ঋণ ফিরিয়ে দিতে হবে—এই হিতবাদী ফিলানথ্রপিক আদর্শ তাঁর জীবন ও কাজের গতিপথ নির্ণয় করেছে। তা সত্ত্বেও তিনি ভূস্বামী শ্রেণি চেতনার সংকীর্ণ গণ্ডিকে অতিক্রম করতে পারেন নি। আধা সামন্ততান্ত্রিক জমিদারি ব্যবস্থার তাই তিনি উদগ্র সমর্থক। নিজে বারংবার ইংরেজ অবিচারের শিকার হয়েছেন, তাদের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদীও হয়েছেন, তবু তিনি ইংরেজ শাসনের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত থেকে গেছেন আজীবনকাল। সব মিলিয়ে জয়কৃষ্ণ উনিশ শতকের এক বর্ণময় বিচিত্র ব্যক্তিত্ব, তৎকালীন জটিল স্ববিরোধিতায় পূর্ণ বাঙালি মনের এক আশ্চর্য উদাহরণ।

সূচকশব্দ

মেট্রোপলিটান, ফিলানথ্রপিক, জমিদারি, পত্তনী, ভূস্বামী শ্রেণি, মহল, পাশ্চাত্য শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, শহুরে বুদ্ধিজীবী, ঔপনিবেশিক শাসন,মধ্যস্বত্বভোগী, প্রতিষ্ঠান, বুর্জোয়া, জাতীয়তাবাদ, জনশিক্ষা, নগরায়ণ, অন্ত্যজ, নিম্নবর্গ, শিরোমণি, জাতিবর্ণ, হিন্দুত্ব, স্বশিক্ষা, মফস্বল।

*পি.এইচ.ডি গবেষক, ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-২৭ এবং আংশিক সময়ের অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, শিরাকোল মহাবিদ্যালয়, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।
e-mail : email2mayukhdas@gmail.com

জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ রমেশচন্দ্র দত্ত

দীপংকর বিশ্বাস*

(প্রাপ্ত ১০ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি., মানোন্নীত ২০ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

আত্মবিস্মৃত বাঙালি সমাজে রমেশচন্দ্র দত্ত এক বিস্মৃত প্রায় ব্যক্তিত্ব। স্বদেশ প্রেমিক মানুষটির ধীশক্তি, বাঙালি সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে তার গভীর পর্যবেক্ষণ ও মননশীল পর্যালোচনা সমকালীন প্রেক্ষাপটে বিস্ময়কর বোধহয়। সাহিত্য, রাজনীতি, প্রশাসন, ইতিহাস, অর্থনীতি ইত্যাদি সমস্ত বিভাগেই তার ভূমিকা ও অবদান ছিল অসামান্য। কলকাতার রামবাগানের দত্ত পরিবারের কৃতী সন্তান সুদীর্ঘ কর্মজীবনের একজন দক্ষ উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারী হিসাবে আপন দায়িত্ব পালন করেছেন। সদা কর্ম ব্যস্ততার মধ্যেও সাহিত্য চর্চা করেছেন। লিখেছেন চারটি ঐতিহাসিক উপন্যাস, দুটি সামাজিক উপন্যাস, বহু প্রবন্ধ, প্রাচীন সাহিত্যের অনুবাদ এবং 'The Peasantry of Bengal' ও 'The Economic History of India (Vol-I & II)' এর মত বিখ্যাত গ্রন্থ। এই সমস্ত কিছুর সঙ্গে তার অর্থনৈতিক চিন্তা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। একজন সিভিল সার্ভেন্ট হয়েও যেভাবে ব্রিটিশ সরকারের আর্থিক নীতিকে সমালোচনা করেছেন তাতে রমেশচন্দ্র দত্তের জাতীয়তাবাদী চরিত্র ফুটে ওঠে। দুই খণ্ডে লিখিত *ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস*গ্রন্থে তিনি বৃটিশ ভারতের সাম্রাজ্যবাদ, ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা, সম্পদের বহির্গমন, অবশিল্পায়ন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইত্যাদি বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। এছাড়াও তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ঘনঘন দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। তিনি ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শোষণের মধ্যে। তিনি মনে করতেন ঔপনিবেশিক অর্থনীতিই ভারতবর্ষকে দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত করেছে। এছাড়া তিনি 'রেলওয়ে বনাম সেচ ব্যবস্থার' মতো বির্তকের অবতারণা করেছেন। এই সকল আলোচনার মধ্যে দিয়ে রমেশচন্দ্র দত্ত নিজেকে একজন জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক রূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সর্বোপরি তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তার মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবনা ছিল স্পষ্ট। এই সকল দিকগুলিকেই এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হবে।

সূচকশব্দ

অবশিল্পায়ন, সম্পদের বর্হিগমন, হোমচার্জ, রাজস্ব ব্যবস্থা, ঔপনিবেশিক অর্থনীতি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, রায়তওয়ারী, মহলওয়ারী।

* অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর, কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়, কেশবপুর, হুগলী।

বিপ্লবীদের চোখে বিপ্লবী সংবাদ ও প্রচারপত্র

গৌতম বসু*

(প্রাপ্ত ২৭ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি., সংশোধিত ৩০ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে বিপ্লবীদের দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্র ও প্রচারপত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিপ্লবী আন্দোলনে গোপনীয়তা বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি জনগণকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রচারমাধ্যমেরও প্রয়োজন ছিল। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম দিকে *যুগান্তর* কাগজ এই ভূমিকা পালনে অনেকটাই সফল হয়েছিল। এছাড়াও *বন্দেমাতরম্, সন্ধ্যা* ইত্যাদি কাগজগুলি তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। সংবাদপত্রগুলি বিপ্লবীদের বক্তব্য বিষয় ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে প্রয়াসী হত। এ ব্যাপারে ড. কবিতা রায়ের সাম্প্রতিক গবেষণাগ্রন্থ উল্লেখের দাবী রাখে।[১] এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল বিপ্লবীরা কি চোখে তাদের এই সংবাদপত্র ও প্রচার পুস্তিকাগুলির মূল্যায়ন করেছিলেন তা বিশ্লেষণ করা। প্রবন্ধের প্রথম অংশে বিপ্লবীদের স্মৃতিকথা থেকে এটা দেখারই সীমিত প্রয়াস নেওয়া হবে যে এই এসব প্রচার মাধ্যমের দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়ে বিপ্লবী আন্দোলনের দিকে ঝুকেছিলেন। দ্বিতীয় অংশে বিপ্লবীরা এগুলির সামগ্রিক মূল্যায়ন কিভাবে করেছিলেন সেটা পর্যালোচনা করার একটা প্রচেষ্টা নেওয়া হবে।

সূচকশব্দ

যুগান্তর, সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম্, অনুশীলন সমিতি, বিপ্লবীদের স্মৃতিকথা, জাতীয়তাবাদ, অগ্নিযুগ।

ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। মহারাষ্ট্র এবং কিছুটা পরে বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা হয়। বাংলায় এই আন্দোলনের সূচনা পর্বের সঙ্গে প্রমথ মিত্র, বারীণ ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা

* অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, সিটি কলেজ, কলকাতা।

E-mail : goutamneogi1947gmail.com

সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল নেহরু

শবরী ঘোষ*

(প্রাপ্ত ৭ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি., গৃহীত ১২ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহরু—ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধির পরেই সর্বাপেক্ষা আলোচিত দুটি নাম। প্রায় একই সময়ে তাঁরা কংগ্রেস তথা জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে দুজনের ভূমিকাই ছিল যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। দুজনেই বহুবার কারাবরণ করেছেন। আপামর জনসাধারণ বিশেষত ছাত্র ও যুবমানসে তাঁদের প্রভাব ছিল অসামান্য। এই দুই নেতার মধ্যে চিন্তাধারার সাদৃশ্য যেমন ছিল তেমনই বৈসাদৃশ্যও ছিল যথেষ্ট। আলোচ্য নিবন্ধে আমি সেই দিকগুলির উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। যেমন সমাজতন্ত্র, নাৎসীবাদ, স্বাধীনতা লাভের পন্থা হিসাবে অহিংস অথবা সশস্ত্র আন্দোলন কোনটিকে গ্রহণ করতে হবে এ বিষয়ে উভয়ের মতাদর্শ কী ছিল তা এখানে স্থান পেয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে উভয়ের অবদানের আপেক্ষিক গুরুত্ব আমার আলোচনার বিষয় নয়। গান্ধিজি সম্পর্কে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী, আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে জওহরলালের প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের পর সেই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন- এই সব কিছুই নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল উভয়ে পরস্পরকে কীভাবে মূল্যায়ন করেছেন সেই প্রসঙ্গটিও উঠে এসেছে এই আলোচনায়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল সম্পর্কে যাঁরা জানতে আগ্রহী, ইতিহাসের সেই সব পাঠক- পাঠিকাদের এটি চিন্তাভাবনার রসদ সংগ্রহ করবে বলে মনে করি।

সূচকশব্দ

জীবনবোধ, গান্ধীপন্থা, অহিংসা, স্বরাজ, রাষ্ট্রদর্শন, সমাজদর্শন, নেতৃত্ব, জাতীয় পরিকল্পনা, বিদেশনীতি, সাম্প্রদায়িকতা।

* পি.এইচ.ডি. গবেষক, ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অতিথি অধ্যাপক, বাগনান কলেজ, হাওড়া।
e-mail: sabari.monsoon@gmail.com

আঞ্চলিক ইতিহাসের আলোয় পার্বত্য চট্টগ্রাম

সৌমিতা মিত্র

(প্রাপ্ত ৬ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি., সংশোধিত ১৪ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

মোঘল আধিপত্যের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কোন একটি বিশেষ শক্তি স্থিতিশীল ছিল না। চট্টগ্রাম ও তার পশ্চাদাঞ্চলে কখনও আরাকানের বা ত্রিপুরা রাজাদের, কখনও পর্তুগিজ বা ওলন্দাজদের, আবার কখনও মোঘল ও ইংরেজদের প্রাধান্য প্রকট হত। নির্ভরযোগ্য আকর গ্রন্থের অভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে মুঘল শাসন বিস্তারের ইতিহাস বর্ণনা করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। চট্টগ্রামের ইতিহাসে মোঘল শাসকদের অবদান এই যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে মোঘলদের আগমনের সময় থেকে একটি প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়, একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের সাথে সমতলের মানুষের যোগাযোগের সূচনা হয়। ১৭৭২-এ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে কোন মূল্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম দখল করার চেষ্টা করে। এই বছরেই ব্রিটিশরা প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রাম আক্রমণ করে। কিন্তু জুম্মাদের[২] প্রতিরোধের দ্বারা তাদের সেই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। ব্রিটিশদের প্রধান নীতি ছিল বিভিন্ন নীতির দ্বারা প্রধান অঞ্চল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'Excluded Area' অর্থাৎ বহির্ভূত অঞ্চল হিসাবে পরিগণিত করা। ব্রিটিশ শাসনের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতিদের জীবনে অনেক পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তন সীমাবদ্ধ ছিল সমাজের উপরিস্তরে গুটিকয়েক মানুষের মধ্যে। তাদের মধ্যে ছিলেন চিফ এবং তাদের পরিবারবর্গ, খাজনা আদায়কারী মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির লোকজন, অথবা অন্য যেকোনো ভাবে ঔপনিবেশিক শাসকদের সান্নিধ্যে আসতে পারতো যারা, তারাই। ১৯৫৬-তে পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৯০০ রেগুলেশন প্রথম সংবিধানে অনুমোদিত হয়। এরপর শুরু হয় পাকিস্তান সরকারের চট্টগ্রামকে নিয়ে উন্নয়নের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে পর্যায়ক্রমে এবং পর্ববিন্যাসের মাধ্যমে আমি আমার প্রবন্ধের মধ্যে ধরতে চেয়েছি।

সূচকশব্দ

পার্বত্য চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি, চাকমা, উপজাতি, পাকিস্তান, শান্তিচুক্তি, পি. সি. জে. এস. এস., শরণার্থী, মুঘল, ব্রিটিশ সরকার।

* পি.এইচ.ডি গবেষিকা, ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
e-mail : smtmitra40@gmail.com

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে : বিপন্ন সময় ও ছিন্নমূল অস্তিত্বের সংকট

মিন্টু নস্কর*

(প্রাপ্ত ৯ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি., গৃহীত ১২ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

'দেশভাগ' সমগ্র ভারতবর্ষের এক চূড়ান্ত মানবিক অবক্ষয় আর যন্ত্রণার অপর নাম। স্বাধীনতার আনন্দযজ্ঞের মাঝে লক্ষ-লক্ষ গৃহহারা মানুষের ক্রন্দন, আর ছিন্নমূল মানুষের রক্তে পিছল হয়ে উঠেছিল ভারতভূমি। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা হিন্দু-মসুলমানের পারস্পরিক সহবস্থানের এক আকস্মিক ছেদ পড়ে দেশভাগের মধ্যে। বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত ভূগোল জুড়ে দেশভাগের যথার্থ উপস্থাপন খুবই কম। বিশ্বইতিহাসের এই সর্বকালীন যন্ত্রণার অনুভূতি বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত হল না কেন? তার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা রয়েছে এই প্রবন্ধে। দেশভাগের প্রত্যক্ষ যন্ত্রণার আর্ত হয়েছেন যে সমস্ত লেখক তাঁরা বিক্ষিপ্তভাবে তুলে এনেছিলেন ধারাবাহিক এই যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবিকে। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে* উপন্যাসের মধ্যে সমকালীন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের এই বেদনার ছবি উঠে এসেছে খুবই বিস্তৃতভাবে। উপন্যাসের শরীরকে কাঁটা-ছেড়া করে সমসাময়িক রাজনৈতিক অভিঘাতের সুদূরপ্রসারী প্রভাবকে তুলে ধরা হয়েছে এই প্রবন্ধে। মুসলিম লীগের উত্থান, দেশভাগ, বাস্তুহারা মানুষের হাহাকার, লক্ষ-লক্ষ ধর্ষিতা নারীর ক্রন্দনের দায়ভার কাদের ছিল? শুধু কী হিন্দু-মুসলমান এই দুই জাতির? নাকি শাসকশক্তি, রাজনৈতিক নেতারাও প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছিল এই নিধনযজ্ঞে? যে আবেগ আর স্বপ্নের রূপায়ণে দেশভাগ হয়েছিল তা কি পরিপূর্ণ হয়েছে? এরকমই একাধিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা রয়েছে এই প্রবন্ধে।

সূচকশব্দ

দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান, উদ্বাস্তু সমস্যা, সাম্প্রদায়িকতা, মুসলিম লীগ, জাতীয় কংগ্রেস, স্বাধীনতা, বাংলাদেশ।

* পি.এইচ.ডি গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০ ০৭৩।
e-mail: mintunaskar007@gmail.com

সিরাজউদ্‌দৌলার পুত্র ও বংশধর : থ্রিলারের থেকেও রোমাঞ্চকর অনুসন্ধান

গৌতম নিয়োগী*

ড. অমলেন্দু দে আমাদের দেশের একজন প্রবীণ ঐতিহাসিক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে 'প্রফেসর' ছিলেন; এখনও অশীতিপর বয়সে (জন্ম পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারি) তাঁর শারীরিক অসুবিধা সত্ত্বেও সারস্বতচর্চা অব্যাহত এবং মননে সজাগ। তিনি শুধু আমার শিক্ষক এমন নন— কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচ বছর তাঁর কাছে আমি পাঠ নিয়েছি— তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় যখন আমি বিদ্যালয়ের ছাত্র, ১৯৬৩ তে। অর্থাৎ পঞ্চাশ বছরের বেশি আগে। আমার একমাত্র বোন যে স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। সেখানে শিক্ষয়িত্রী ছিলেন নাসিমা দে, তিনিও আমার বিশেষ পূজনীয়া। উভয়ের স্নেহ পেয়ে আসছি অর্ধশতক ধরে। তাই এই রচনা শুরু করার আগে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নিলাম এজন্য যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও এই রচনায় আমি কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে, বিশেষত তরুণ প্রজন্মের ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রী গবেষকদের কাছে এই গৌরচন্দ্রিকায় কিছু স্মৃতিমেদুরতায় আবিল হওয়ার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

আমার হাতে এসেছে তাঁর সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ *সিরাজের পুত্র ও বংশধরদের সন্ধানে*। আলোচনার জন্য দিয়ে গেছেন গবেষক ছাত্রছাত্রীরাই। এখানে আবার মনে পড়ে অমলেন্দুদার সম্ভবত প্রথম বই— *বাংলায় খাক্‌সার আন্দোনের ইতিহাস* বইটি যুগ্মভাবে জাপানি ভাষায় তর্জমা করেছিলেন হিরোসি সাতো এবং মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় (এর নামে যে কলেজ সেখানেই অমলেন্দুদা পড়াতেন, যাদবপুরে যোগ দেওয়ার আগে) আমায় দিয়েছিলেন। তারপর সত্তরের দশকে কত বই বেরুনোমাত্র নিজের হাতে স্বাক্ষর করে উপহার দিয়েছেন— *পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক*, *Roots of Seperatism in Nineteenth Century Bengal*, *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, *স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা, প্রয়াসে ও পরিণতি* ইত্যাদি বইয়ের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে।

---

* প্রাক্তন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, রাজা প্যারীমোহন কলেজ, উত্তরপাড়া, হুগলী।
e-mail : goutamneogi1947gmail.com